Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

সংখ্যা ১৩: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮

পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি সম্পাদন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন এর মধ্যে অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরিত ও হস্তান্তরিত হয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খুলনাতে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক (বাপাউবো) মো. আমিরুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মো. লুৎফর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনা এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মাহফুজ আহমদ, প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, বাপাউবো, ঢাকা; মো. আবুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল, বাপাউবো, খুলনা; মো. শরীফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, খুলনা; মো. আব্দুল লতিফ, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা; পিটার ডি ব্রিস, ফার্স্ট সেক্রেটারি, রাজকীয় নেদারল্যান্ডস দূতাবাস, ঢাকা এবং গাই জোনস, টিম লিডার, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন মো. আইয়ুব আলী, মূখ্য সম্প্রসারণ

কর্মকর্তা, বাপাউবো, কুষ্টিয়া এবং বকুলতলা স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি মো. ইকরামুল ইসলাম, বটিয়াঘাটা খাল পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি সুষেন কুমার মন্ডল ও ডিহিবুড়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি চিত্তরঞ্জন হালদার।

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর খুলনা অঞ্চলের ৫টি পোল্ডার যথাক্রমে- ২২, ৩০, ৩১ পার্ট, ২৯ এবং ২৬ এর ৬টি পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা, খুলনা, কুষ্টিয়া ও যশোর দপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর ঢাকা ও খুলনা অফিসের পরামর্শকবৃন্দসহ ১২৩ জন উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অতিথিবৃন্দ অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি সম্পাদনের গুরুত্ব, ফসল উৎপাদনে পানি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ও সকলের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে 'উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক নাটিকা ও ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর সফলতা নিয়ে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত সংবাদের ভিডিও দেখানো হয়। পোল্ডার-২৯ এর বকুলতলা পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন তেলিখালী রেগুলেটর/স্লুইস গেইট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজস্ব তহবিল থেকে ১৩ হাজার টাকা খরচের ঘোষণা দেয়।

মৎস্য মেলায় ব্লু গোল্ড এর প্রথম স্থান অর্জন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে জেলা মৎস্য অফিস, পটুয়াখালী আয়োজিত মৎস্য মেলায় উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ ইনোভেশন প্রদর্শনীর জন্য ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম প্রথম স্থান অর্জন করেছে। 'স্বয়ংসম্পূর্ণ মাছে দেশ- বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ১৮-২৪ জুলাই জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৮ পালিত হয়।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত ৩ দিনব্যাপি মৎস্য মেলায় সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ৬টি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি প্রদর্শন করে। ব্লু গোল্ড সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা ও উন্নত চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে বসতবাড়ির পুকুর এবং পরিত্যক্ত খালে মাছ চাষ করে আয় করা যায় তা ডিসপ্লের মাধ্যমে প্রদর্শন করে। ডিসপ্লেতে বাজার সংযোগ এবং উৎপাদনশীল কাজে নারীর অংশগ্রহণ তুলে ধরা হয়। এছাড়া মাছ চাষের বিভিন্ন কলাকৌশল এবং বাজার সংযোগ বিষয়ক বিভিন্ন ফেস্টুন প্রদর্শন করা হয়। ব্লু গোল্ড প্রোগাম তাদের স্টলে মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তির মাধ্যমে মাছ চাষ বিষয়ক ডকুমেন্টারিও প্রদর্শন করে।

একইভাবে খুলনার পোল্ডার ২৫ এর বরুণা পানি ব্যবস্থাপনা দল এবং ধামালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৮ উদযাপন করেছে।

জৈব বালাই ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত প্রয়াস

কীটনাশক ছাড়া কি ফসলের পোকা মারা যায়? কথাটি বলছিলেন ফুলবাড়ী উত্তরপাড়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য খোকন মিয়া। সেই অসাধ্যকে সাধন করছেন খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার ফুলবাড়ী উত্তরপাড়া সিএডব্লিউএম কৃষক মাঠ স্কুল এর শিক্ষার্থীরা (কৃষক)। পরিবেশের ক্ষতি না করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করতে গত বছরের ন্যায় এবারও তারা জৈব কীটনাশক ব্যবহার করেছে। কৃষক মাঠ স্কুলের সহায়তাকারী জীবনানন্দ রায়ের সহায়তায় সকল সদস্যের সমন্বিত অংশগ্রহণে প্রায় ২০ একর রোপা আমন ধানের জমিতে জৈব কীটনাশক হিসেবে মেহগনি ফলের নির্যাস স্প্রে করা হয়। মেহগনি ফলের ৪০০-৫০০ গ্রাম পাল্প ১ লিটার পানিতে ২-৩ দিন ভিজিয়ে রেখে তারসাথে ৬০ লিটার পানি যোগ করে এই স্প্রে তৈরি করা হয়। এই দ্রবণ ৩৩ শতক জমিতে ছিটানো সম্ভব। এই জৈব কীটনাশক ব্যবহার করে ক্ষতিকর মাজরা, পাতা পোড়ানো পোকা ও খাটো শুড় ঘাস ফড়িং ও বাদামি ঘাস ফড়িংসহ অন্যান্য ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। এই জৈব কীটনাশক ব্যবহারে বন্ধু পোকার কোন ক্ষতি হয় না। কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্যদের দেখাদেখি অন্যান্য কৃষকরাও তাদের জমিতে জৈব কীটনাশক ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এই জৈব কটিনাশক ব্যবহার করায় বিষমুক্ত খাবারের নিশ্চয়তার পাশাপাশি সুরক্ষিত হচ্ছে পরিবেশ।

জলাবদ্ধ এলাকায় বস্তায় সবজি চাষ

জলাবদ্ধ স্থানে বস্তায় সবজি চাষ করে সফলতার মুখ দেখছেন সাজেদা খাতুন। সে পোল্ডার ২ এর সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ব্রহ্মরাজপুর ইউনিয়নে অবস্থিত জেয়ালা বাধনডাঙ্গা পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাধারণ সদস্য। দলটিতে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর সহযোগিতায় কৃষক মাঠ স্কুলের আয়োজন করা হয়। সাজেদা খাতুন সংগঠনের সিদ্ধান্তে কৃষক মাঠ স্কুলে অংশগ্রহণ করে। এই প্রশিক্ষণ থেকে আঙ্গিনার জলাবদ্ধ পতিত জায়গায় উন্নত পদ্ধতিতে সবজি চাষের কলা কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে।

বর্ষার সময় বাড়ির চারপাশ জলাবদ্ধ হয়ে গেলে বস্তায় পুঁইশাক চাষের পরিকল্পনা করে সাজেদা খাতুন। প্রথমে ৫৩টি বস্তায় মাটি ভরে প্রায় ৫ শতক জলাবদ্ধ জমিতে পুঁইশাকের চারা রোপন করে। প্রতিটি বস্তায় মাটির সাথে মিশ্রিত করে বাড়ির জৈব সার। বাজার থেকে পুঁইশাকের চারা ও মাচা করার জন্য বস্তা বা নেট বাবদ খরচ করেছে ৬০০ টাকা। মাত্র ২ মাসের মধ্যে সাজেদা তার ক্ষেত থেকে পুঁইশাক বিক্রি শুরু করে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে চারা রোপন করে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ২,৪০০ টাকার পুঁই শাক বিক্রি করেছে। নিজেদের খাওয়া ছাড়াও প্রতিবেশিদের মাঝে বিতরণ করেছে এই শাক। তার সফলতা দেখে আরও ১৫ জন নারী অনুপ্রাণিত হয়ে বস্তায় সবজি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সাজেদা আগামী মৌসুমে তার ১ বিঘা জলাবদ্ধ পতিত জমিতে পুঁইশাক ও লাউ চাষ করবে। এভাবে বস্তায় সবজি চাষ করেই সাজেদা খাতুন সংসারে স্বচ্ছলতা আনার ব্যাপারে আশাবাদী হচ্ছে।

ব্লু গোল্ড বার্তা

দেশি হাঁস-মুরগি পালনে সাফল্য

পটুয়াখালীর ৫৫/২এ পোল্ডারের পাতাবুনিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল এবং বেতাগী চিকারবাদ পানি ব্যবস্থাপনা দলের ৫০ জন সদস্য ২০১৬ অক্টোবর থেকে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত কৃষক মাঠে স্কুলে অংশগ্রহণ করেন। চিকারবাদ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন বসতবাড়ি বাগান-হাঁস মুরগি পালন-পুষ্টি মডিউলের উপর। দলের ২৪ জন নারী এবং ১জন পুরুষের হাঁস-মুরগি পালনের সফলতা এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। প্রতিটি সদস্য বাড়িতে তৈরি করেছে ব্লু গোল্ড প্রদর্শিত দোতলা ঘর। তাদের নিকট থেকে পরামর্শ নিয়ে গ্রামের আরও ৩৫ জন সদস্য একইরকম ঘর তৈরি করেছে। এই ঘরের উপকারিতা হচ্ছে বিভিন্ন খোপে বিভিন্ন বয়সের মুরগি রাখা যায়। ফলে খাদ্য ও পানি সরবরাহ সহজ হয়। বন্য প্রাণির হাত থেকেও রক্ষা করা যায়। তারা উন্নত হাজল ব্যবহার করে উমে বসা মুরগির ব্যবস্থাপনা করছে। মুরগি পালনের অন্যান্য কলাকৌশল যেমন মা থেকে বাচ্চা মুরগি আলাদাকরণ, সঠিকভাবে খাদ্য প্রয়োগ অনুসরণ করছে চাষীরা। ছোট ছোট কৃষক পারিবারিকভাবে মুরগি পালন করে আয় করছে মাসে ৫ থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। দলের এই সাফল্য প্রচারিত হয়েছে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে।

পারস্পরিক শিখন কর্মসূচির মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী পানি ব্যবস্থাপনা দলের ৫০ জন নারী-পুরুষ অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই দলের সফল চাষী ফরিদা আক্তারকে পুরস্কৃত করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় একই এলাকায় পাতাবুনিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের আরও ২৫ জন সদস্য পোল্ট্রি-পুষ্টি মডিউল ট্রেনিং এ অংশগ্রহণ করে। ট্রেনিং চলে ২০১৭ সালের অক্টোবর থেকে এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত। হাঁস-মুরগি পালনে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে এই দলটিও। ইতোমধ্যে ২১ জন সদস্য দোতলা ঘর তৈরি করেছে। তাদের দেখে আরও ১২জন সদস্য তৈরি করছে একই ঘর। ১০ জন সদস্য প্রস্তুতি শেষ করেছে ঘর তৈরির জন্য। সদস্যরা মাসে ৩ হাজার থেকে ১৪ হাজার পর্যন্ত টাকা আয় করছে। নারী-পুরুষ যৌথভাবে অংশগ্রহণ করছেন হাঁস-মুরগি পালনে। তাদের এই টাকা ব্যয় করছেন সন্তানের পড়াশুনা, পারিবারিক খাবার খরচ ও কৃষির অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য।

ব্লু গোল্ড কার্যক্রমের হালচিত্র
জুন ২০১৮ পর্যন্ত

বিবরণ	সংখ্যা
ব্লু গোল্ড কার্যক্রম পরিচালিত পোল্ডার	২২টি
পানি ব্যবস্থাপনা দল (ডব্লিউএমজি)	৫১০টি
পানি ব্যবস্থাপনা দলে অন্তর্ভুক্ত সদস্য	১৩৪,৩১৬(নারী ৫৭,৭৪০; পুরুষ ৭৬,৫৭৬)
নিবন্ধন প্রাপ্ত পানি ব্যবস্থাপনা দল	৪৭৮টি
পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউএমএ)	৩৮টি
সমাপ্ত কৃষক মাঠ স্কুল	এফএফএস-টিএ: ৭৪৭; নারী১৬,১৫৭, পুং: ২,৫৭০; মোট ১৮,৭২৭ এফএফএস-ডিএই: ৪৮৭, নারী: ১১,৯৫০, পুং: ১২,০৭১, মোট: ২৪,০২১
প্রশিক্ষিত কৃষিসেবা দানকারী	কৃষি ২০; মাছ ১৬; প্রাণিসম্পদ ৪০
নির্বাচিত ভ্যালু চেইন	৭টি, এমএফএস ২০০; পুরুষ ২৮৬৯, নারী ১৭৫১
বেড়িবাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	২৭৯.৫১ কিলোমিটার
স্লুইস গেট নির্মাণ/সংস্কার	২৭৮টি
খাল খনন/পুন:খনন	১৭২.৫২ কিলোমিটার
পানি ব্যবস্থাপনা দলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য	২৮,০৬৭ (নারী ১০,০৯৭; পুরুষ ১৭,৯৭০)
এলসিএস কাজে অংশগ্রহণকারী	২৮,৩৬৮ (নারী ১০,১৪০; পুরুষ ১৮,২২৮)
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সঞ্চয় তহবিল	২৪,৩৬৫,৫৬৬ টাকা
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল	২,৩৯০,৮৫৩ টাকা
পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সংযোগ স্থাপন	৫৫টি ইউনিয়ন পরিষদ

সূত্র: WMG Tracker, মনিটরিং ও মূল্যায়ন সেল

ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

পটুয়াখালী জেলার পোল্ডার ৪৭/৪ এ কোম্পানি খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের কোম্পানি পাড়া গ্রামের বাসিন্দা হাসিনা বেগম। তিন সন্তানের জননী হাসিনা বেগমের অভাবের সংসার। তার ছোট মেয়ে ফারজানা, বয়স ৭ বছর, দুইটি কিডনি সমস্যায় ভুগছে। সন্তান ও বেকার স্বামী নিয়ে অনাহার অর্ধাহারে চলছিল তাদের সংসার। তার ধারণা নারী হয়ে জন্ম গ্রহণ করা তার অভিশাপ। হাসিনা বেগমের ইচ্ছা ছিল সংসার পরিচালনা করার জন্য ছোট-খাটো একটা ব্যবসা করার। কিন্তু অর্থের অভাবে তা হয়ে উঠেনি। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, কোম্পানি খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় হাঁস-মুরগী পালনের উপর কৃষক মাঠ স্কুল গঠন করে। পরে হাসিনা বেগম কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। নিয়মিত সেশনে উপস্থিত হয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা নিজে বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়ে উঠে হাসিনা বেগম। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর উদ্যোগে কনট্রাক্ট ফার্মারদের মার্কেট পরিদর্শনে অংশ নিয়ে সে বিভিন্ন বাজার ও ব্যবসা কেন্দ্র ঘুরে দেখে। সেখান থেকে সে পরিকল্পনা করে নিজ বাড়ির সামনে একটি দোকান ভাড়া নেয়। ব্রয়লার মুরগী, দেশী মুরগীর খাবার, কৃমির ঔষুধ ও মুদি-মনোহরী সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে তার দোকানে। পরবর্তীতে তার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে একটি এনজিও থেকে ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। প্রায় ৬ মাস ধরে চলছে তার ব্যবসা। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২ হাজার টাকা বিক্রি হয়। ব্যবসার আয় দিয়ে বাচ্চাদের পড়াশুনার খরচসহ সংসারের অন্যান্য খরচ চলছে।

সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনার বিস্তৃতি

ব্লু গোল্ড এর সহযোগিতায় সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনার বিস্তৃতি (২০১৮-১৯)						পারস্পরিক শিখনের মাধ্যমে স্ব-উদ্যোগে সম্প্রসারিত এলাকা	
পোল্ডারের সংখ্যা	পানি ব্যবস্থাপনা দল	পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য	কৃষকের সংখ্যা	মোট জমির পরিমান (হে:)		কৃষকের সংখ্যা	জমির পরিমান (হে:)
সাতক্ষীরা							
০১	০৪	১১৭৭	২৭১ (পু) ১১ (নারী)	৮৮		৫৩৮	৩৬১
খুলনা							
০৩	০৯	৩০৯১	৭২৯ (পু) ৫৬ (নারী)	১৬৫		১৭০৯	৫৭৪
পটুয়াখালী							
০৬	১২	১৯৫	৫৩৬ (পু) ৯৫ (নারী)	২৬৬		৬৩৯	৩৭০
সর্বমোট	২৫	৯০৯৭	১৬৯৭	৫১৯		২৮৮৬	১৩০৫

২৫টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের ক্যাচম্যন্টে সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনার বিস্তৃতির (২০১৮-১৯) জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম সহযোগিতা করেছে। ৩টি জোনে সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনার বিস্তৃতি ঘটেছে, মোট জমির পরিমান ৫১৯ হে. (গড়ে ২০.৭৬ হে. প্রতি ক্যাচম্যন্টে)। ক্যাচম্যান্টের ভিতরে পারস্পরিক শিখন এর মাধ্যমে সম্প্রসারিত এলাকায় জমির পরিমান ১৩০৫ হে. (গড়ে ৫২ হে. প্রতি ক্যাচম্যন্টে)। ১৬২ টি নারী প্রধান পরিবার সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনার কর্মসূচিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে। সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনার ক্যাচম্যন্টের বাইরে আরো এলাকায় সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারিত হয়েছে যার তথ্য এখানে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি।

পোল্ডার ৪৩/১এ

ইউনিয়ন: আঠারোগাছিয়া ও কুকুয়া, উপজেলা: আমতলী, জেলা: বরগুনা

উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

এক নজরে পোল্ডার ৪৩/১এ

বিবরণ	সংখ্যা
পোল্ডারের আয়তন	২,৭১৫ হেক্টর
পানি ব্যবস্থাপনা দল	১৪টি
পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন	২টি
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সদস্য	৩,৯৪১ জন (পুং ২,২৮৮ ও নারী ১,৬৫৩)
কৃষক মাঠ স্কুল (সমাপ্ত ও চলমান)	টিএ: ২২টি (পুং ২৮ ও নারী ৫২২) ডিএই: ৩৭টি
মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ	২,২৬০ হেক্টর
পোল্ডারের মোট খানা	৫১২৯ টি
ভ্যালু চেইন নির্বাচন	৬টি (পোল্ট্রি, মাছ, সব্জি, মুগডাল ও আমন ধান)
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য	৩৯৪১ জন (পুং ২,২৮৮ ও নারী ১৬৫৩)
সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৪টি
বাজারমূখী কৃষক মাঠ স্কুল (টিএ)	১৬টি (৮টি মুগডাল ও ৮টি ক্রপিং সিস্টেম)
এলসিএস গ্রুপ (সমাপ্ত)	২১টি (পুরুষ ১৪টি ও নারী ৭টি)
বেড়িবাঁধ	২৭ কিলোমিটার
খাল	১০১.১৫ কিলোমিটার
স্লুইস গেট	৫টি
ইনলেট	১৭টি
আউটলেট	৬টি
প্রধান শস্য	আমন ধান, মুগডাল, তরমুজ, মরিচ বাদাম, সবজি
প্রধান সমস্যা	খাল ভরাট, বর্ষাকালে জলামগ্নতা, রবি মৌসুমে সেচের পানির অভাব, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা

পিয়ারা বেগমের সফলতা

বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার আঠারোগাছিয়া ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত পশ্চিম শাখারিয়া গ্রামের অধিবাসি পিয়ারা বেগম। ৮ম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় অল্প বয়সে বিয়ে হয় পিয়ারা বেগমের। বর্তমানে সে দুই সন্তানের জননী। বিয়ের পরে দীর্ঘ সংসার জীবন অভাব অনটনেই কাটে পিয়ারা বেগমের।

২০১৪ সালে পশ্চিম শাখারিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের যুগ্ম সম্পাদক ও কেওয়াবুনিয়া পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পরে পিয়ারা বেগমের জীবনে নতুন এক অধ্যায় শুরু হয়। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর পোল্ট্রি ওয়ার্কার হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পরে সে নিজের বাড়িতে হাঁস-মুরগীর খামার গড়ে তুলে। খামার থেকে বছরে আয় হয় ২৫ হাজার টাকা। হাঁস-মুরগির টিকা দিয়ে সে আয় করে ৩ হাজার টাকা।

পিয়ারা বেগম ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর এফএফএস সদস্য হয়ে বাড়িতে সবজি চাষ ও মাছ চাষ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর বসতবাড়ির ১০ শতক পুকুরে মাছ চাষ করছে। সেখান থেকে পারিবারিক চাহিদা পূরণের পর খরচ বাদে বছরে প্রায় ৩০ হাজার টাকা আয় হয়। এছাড়া বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজির বাগান ও ফল গাছ থেকে আরও প্রায় ১০ হাজার টাকা আসে। এছাড়া ব্রাকের বিভিন্ন সেবামূলক কাজের সাথে যেমন, যক্ষা রোগির কফ পরীক্ষা, ঔষুধ সেবনের পরামর্শ ও ফলোআপ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিক্রি, গর্ভবতী মা ও নবজাতক শিশুর যত্ন ইত্যাদি পরিসেবা থেকে বছরে প্রায় ১২ হাজার টাকা আয় করে। এছাড়া ওয়ার্ল্ড ফিস কর্তৃক বাস্তবায়িত ব্লু গোল্ড ইনোভেশন প্রকল্পের ইএসপি (ইকো পন্ড সার্ভিস প্রোভাইডার) হয়ে বছরে প্রায় ৭ হাজার টাকা আয় হয়। প্রবল ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা কাজে লাগিয়ে প্রতি বছর গড়ে ৮৭ হাজার টাকা সে উপার্জন করছে।

পিয়ারা বেগম আরও বলেন, পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাথে যুক্ত না হলে আমার বাড়ির বাইরে যাওয়া হত না। ফলস্বরূপ, আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে যুক্ত হতে পারতাম না। আমার বড় মেয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছে এবং ছেলে বরগুনা সরকারি পলিটেকনিক কলেজে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ছে। সন্তানদের পড়ালেখার খরচ খরচ আমি নিজে বহন করি।

যৌথ উদ্যোগে পানি ব্যবস্থাপনা দলের তহবিল গঠন

বরগুনা জেলার অধীন আমতলী উপজেলার আঠারোগাছিয়া ইউনিয়ন অন্তর্ভূক্ত ৪৩/১এ পোল্ডারে উত্তর আঠারোগাছিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল। এই পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট খানার সংখ্যা ৩৯৬টি। এর মধ্যে ২২৯টি পরিবার পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য। ২৩৮ জন সদস্যের মধ্যে নারী রয়েছে ১১১ জন।

উত্তর আঠারোগাছিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতাধীন খাটাশিয়া খালটি দীর্ঘদিন ভরাট হয়ে ছিল। ফলে এলাকার কৃষিতে পড়ছিলো বিরূপ প্রভাব। ২০১৮ সালের শুরুতে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে খালটি খনন করা হয়। ফলে খালটিতে বছরব্যাপি পানি মজুদ থাকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা দল এই খালকে উৎপাদনমুখী কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উত্তর আঠারোগাছিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল একটি সাধারণ সভায় যৌথভাবে মাছ চাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সভায় সদস্যদের মধ্যে শেয়ার ছাড়ারও সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ধরা হয় দুই হাজার পাঁচ শত টাকা। পানি ব্যবস্থাপনা দলের জন্য ১০টি শেয়ার রাখার সিদ্ধান্ত হয়। শেয়ার কেনার জন্য পানি ব্যবস্থাপনা দলের তহবিল থেকে ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করা হবে। উক্ত যৌথ কার্যক্রমে ৫৫ জন আগ্রহী সদস্য শেয়ার ক্রয় করে। ফলে মোট বিক্রিত শেয়ারের সংখ্যা হয় ৬৫টি এবং শেয়ার বিক্রি হবে মোট মূল্য ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৫০০ টাকার। শেয়ার হোল্ডারগণের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে খালের তত্বাবধায়ক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খালের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে মাছ চাষের মোট লভ্যাংশ থেকে একটি শেয়ারের সমপরিমান লাভ পানি ব্যবস্থাপনা দলকে দেওয়া হবে।

সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণের হিসাব লিপিবদ্ধ করার জন্য হোল্ডারগণের সভায় ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। এই খালের পরিমান ২ একর ৬ শতক এবং গভীরতা ৬-৭ ফুট। এখানে জুন মাসে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, মাছ বিক্রি করে শেয়ার প্রতি লাভ হবে প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা। পানি ব্যবস্থাপনা দলের ১০টি ও অতিরিক্ত ১টি শেয়ার থেকে লাভ থাকবে লাভ থাকবে ৫০ হাজার টাকা। এই টাকা জমা থাকবে পানি ব্যবস্থাপনা দলের তহবিলে।

Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

কাঠের বক্স কালভার্ট স্থাপন

খুলনা জেলার ৩৪/২ পার্ট এর কাটাখালী খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল নিজস্ব উদ্যোগে কাটাখালী খালে কাঠের বক্স কালভার্ট স্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে লোনা পানি প্রবেশ প্রতিরোধ এবং জলাবদ্ধতা নিরসন হয়েছে। অত্র পানি ব্যবস্থাপনা দলের এলাকায় কাটাখালী একমাত্র খাল। এই খাল দিয়ে লবণ পানি উঠে প্রায় ৩০০ একর জমি লবণ পানিতে প্লাবিত হয়। বর্ষায় অতিরিক্ত পানির কারণে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতার। যে কারণে রবি এবং আমন মৌসুমে জমির ফসল নষ্ট হয়। কিন্তু কালভার্ট স্থাপনের পরে এই খালের আওতার চারটি গ্রামের মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরে এলাকার প্রভাবশালীরা ঘেরে মাছ চাষ করে সুবিধা নিলেও সাধারণ কৃষক প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। চারটি গ্রাম নিয়ে স্থানীয় জনগণ গণতান্ত্রিক উপায়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর সহযোগিতায় ২৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে কাটাখালী খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন করে। দল গঠনের পর ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণ সদস্যদের নিয়ে মিটিং করে। মিটিং এ তারা খাল দিয়ে যে লবণ পানি ঢুকে তা বন্ধ এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় জুন ২০১৮ মাসে ১৯,৫০০ টাকা নগদ ব্যয় এবং সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমে কাটাখালী খালে কাঠের বক্স কালভার্ট স্থাপন করে।

মেলা পাড়া স্লুইসের কপাট নির্মাণ

মেলাপাড়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলটি পটুয়াখালী জেলায় ৪৭/৩ পোল্ডারে অবস্থিত। পানি ব্যবস্থাপনা দলটি ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, কৃষি উৎপাদন ও পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনা করছে। পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় মেলাপাড়া (১ ভেন্ট) স্লুইসটির কপাট প্রায় ৪ বৎসর যাবত অকেজো অবস্থায় ছিল। যার ফলে শুষ্ক মৌসুমে লবণ পানি ঢুকে এবং বর্ষা মোসুমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। ৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভায় মেলাপাড়া স্লুইসটির জন্য একটি কাঠের কপাট তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সদস্যদের নিকট থেকে ৫০ টাকা করে ১৩০ জন সদস্যর নিকট থেকে মোট ৬,৫০০ টাকা সংগ্রহ করে। সংগৃহিত টাকা দিয়ে সেখানে একটি কাঠের কপাট স্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, চলতি আমন মৌসুমে ৩৫০ একর জমির জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান হবে ও আমন ধানের ভালো ফলন হবে। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমে মিঠা পানি সংরক্ষণ করে রবি ফসলের সেচ কাজে ও ব্যবহার করা যাবে।

বেড়িবাঁধ মেরামত ও ফসল রক্ষা

পটুয়াখালী সদর উপজেলার আওতাধীন পোল্ডার ৫৫/২এ কমলাপুর ইউনিয়নের আখই বাড়িয়া বাহের মৌজা পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতাধীন বেড়িবাঁধে ২০১৮ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি ভাঙ্গণ সৃষ্টি হয়। প্রায় ১৫ ফুট বেড়িবাঁধ ভেঙ্গে যায়। এতে আখই বাড়িয়া বাহের মৌজা বিলের প্রায় ১০৫ একর জমি ডুবে যায়। পাশ্ববর্তী পানি ব্যবস্থাপনা দল বটওচর বলাইকাটি বিলের প্রায় ৫০ একর জমিও প্লাবিত হয়। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে ঐ মাঠের অধিকাংশ বীজতলা নষ্ট হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে আখই বাড়িয়া বাহের মৌজা পানি ব্যবস্থাপনা দলের নেতৃবৃন্দ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পটুয়াখালী অফিসের সাথে যোগাযোগ করলে তারা তাৎক্ষণিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করে। পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল থেকে খরচ ও স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে বেড়িবাঁধ মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে স্থানীয় মোহা. রফিক সিকদার পানি ব্যবস্থাপনা দলের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে ১০ দশ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করে। পানি ব্যবস্থাপনা দল নিজস্ব তহবিলের আরও ৪ চার হাজার টাকা যোগ করে। ৫৩ জন শ্রমিক স্বেচ্ছাশ্রমে ২ দিন কাজ করার ফলে বেড়িবাঁধ মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়। বেড়িবাঁধ সংস্কার করার ফলে ১৫৫ একর জমি আমন চাষের উপযোগী হয়েছে। এই ১৫৫ একর জমিতে ধানের উৎপাদিত বাজার মূল্য হবে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে প্রধান অর্থকরী ফসল মুগডাল থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা আয় হবে। বেড়িবাঁধটি সংস্কার করা না হলে প্রায় ১৫৫ একর জমি বছরব্যাপি পতিত থাকত এবং প্রায় ৬২ লক্ষ টাকার ফসল উৎপাদন থেকে কৃষকগণ বঞ্চিত হত। এই বেড়িবাঁধ মেরামতের ফলে এলাকার কৃষকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আসবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

নিজস্ব উদ্যোগে শাখা খাল খনন

খুলনা জেলার পোল্ডার ২৫ এর আওতায় ১৮০ জন সদস্য নিয়ে পঠিয়াবান্দা পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠিত। সংগঠনটি গঠনের পর তারা বিভিন্ন ধরনের যৌথকাজের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। তার মধ্যে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ, যৌথভাবে ধানের বীজ ক্রয়, খালের কচুরিপানা পরিষ্কার উল্লেখযোগ্য। ওমরের খাল সংলগ্ন শাখা/নালা খালটি ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে গত ৮-১০ বছর যাবত ৩০ একর ফসলী ও ২০ একর ঘের জমিতে জলাবদ্ধতায় সৃষ্টি হতো। এতে করে ১৪৫টি পরিবার নানা প্রকার সমস্যার ভূগতো। এখানে ফসল আবাদ করলে মাঝে মাঝে জলাবদ্ধতার কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যেত। সমস্যা সমাধানের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা দল সাধারণ সভায় খালটি খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এলাকার স্থানীয় লোকজনসহ পঠিয়াবান্দা পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য মিলে প্রায় ১৬০ জন লোক খনন কাজ শেষ করে। কাজটি উদ্বোধন করার সময় উপস্থিত ছিলেন জামিরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাওলানা মো. সাইফুল হাসান খান, ইউপি সদস্য মো. আতিয়ার রহমান মোল্যা ও সময়ের খবর পত্রিকার প্রতিনিধি মো. নেছার উদ্দিন।

শাখা খালটি খননের ফলে ঐ এলাকার প্রায় ৩০ একর জমি বছরে তিনটি ফসল উৎপাদন করতে পারবে বলে সবাই আশা করছেন।

গেইট অপারেটর নিয়োগ

পশ্চিম মাটিভাংগা পানি ব্যবস্থাপনা দলটির এলাকা ৪৩/২এ পোল্ডারের পায়রা নদীর তীরে অবস্থিত। দলটির আওতায় রয়েছে তিল্লার খাল আউটলেট। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ও পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সঠিকভাবে আউটলেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা খুবই জরুরী। এ লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা দল ১০ আগস্ট ২০১৮ তারিখের বিশেষ সভায় সকলের মতামতের ভিত্তিতে আউটলেটটি সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য বেতনভোগী গেইট অপারেটর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মো. কাঞ্চন কাজী কে অপারেটর নিয়োগ দেওয়া হয়। তাকে প্রতি মৌসুমে (প্রতি ৬ মাসে) ৬ হাজার টাকা বেতনে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সদস্যরা জমির পরিমান অনুযায়ী আনুপাতিক হারে গেইট অপারেটরের বেতন প্রদান করবে। বর্তমানে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আউটলেটটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ায় চলতি আমন মৌসুমে প্রায় ৪০০ একর জমির জলাবদ্ধতা মুক্ত হয়েছে। আশা করা যায় চলতি মৌসুমে আমন ধানের বাম্পার ফলনের সহায়ক হবে। এলাকার কৃষকরা হবে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল।

প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারী মনিরুল ইসলামের সাফল্য

পটুয়াখালী জেলার পোল্ডার ৪৩/২ডি গেরাখালী পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য মনিরুল ইসলাম। ২০১৫ সালে ব্লু গোল্ড কর্তৃক আয়োজিত গবাদিপ্রাণির টিকা প্রদান প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে মনিরুল। প্রশিক্ষণের পর স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে টিকা প্রদানকারী হিসেবে কাজ করার অনুমোদন পেয়েছে। বছরে বিভিন্ন সময়ে সে ৬-৮ বার গবাদিপ্রাণির টিকা প্রদানের ক্যাম্পেইন করে থাকে। গবাদিপ্রাণির প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি ওষুধও বিক্রি করে মনিরুল। ব্লু গোল্ড থেকে একটি কিট বক্স প্রদান করা হয়েছে তাকে। কিট বক্সের একটি ট্যুলস ক্যানোলা গবাদিপ্রাণির পেট ফাঁপা রোগের চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ক্যানোলার মাধ্যমে ১৫০-২০০টি গবাদিপ্রাণিকে চিকিৎসা করে প্রাণ বাঁচিয়েছে। প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে কৃত্রিম প্রজননের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে গবাদিপ্রাণির জাত উন্নয়নে কাজ করছে। সেবা সম্প্রসারণের জন্য নিজের আয় থেকে একটি মটর সাইকেল কিনেছে মনিরুল। টিকাপ্রদান, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান, কৃত্রিম প্রজনন এর মাধ্যমে মাসে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা আয় করছে। ভবিষ্যতে গবাদিপ্রাণির ওষুধ বিক্রির উপর ফার্মেসি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তার।

প্রকাশক: ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কারিগরি সহায়তা টিম ॥ নির্বাহী সম্পাদক: মো. আওলাদ হোসেন, সম্পাদক: তারেক মাহমুদ
সম্পাদনা পরিষদ: নাছরিন আক্তার খান (বাপাউবো), মো. হুমায়ুন কবীর (ডিএই), সোহরাব হোসেন, সুমনা রানী দাশ, জি. এম. খায়রুল ইসলাম, এস. এম. শার্দূল ইসলাম
সংবাদ সংযোগ: শীতল কৃষ্ণ দাস, তাহমিনা আক্তার, মো. সাইফুল্লাহ, নজরুল ইসলাম জুয়েল, মো. রবিউল আমীন, শামীম আহমেদ ইউসুফ, এস. নাহার, মোহা. হুমায়ুন কবির, সাজেদা খাতুন, সঞ্জয় চৌধুরী
যোগাযোগ: ব্লু গোল্ড বার্তা। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, করিম মঞ্জিল, বাড়ি ১৯, সড়ক ১১৮, গুলশান, ঢাকা ১২১২
ফোন ৯৮৯৪৫৫৩ info@bluegoldbd.org ■ bluegoldbd.org ■ www.facebook.com/bluegoldprogram